Set Code-1

বেলাল আহমেদ রাজু
কনফিডেন্স
কর্পোরেট অফিস : 01973101504/07
Facebook Group: BCS CONFIDENCE. Email: bcsconfidence@hotmail.com

৫১তম কোর্সের অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট-০২ (বাংলাদেশ বিষয়াবলি) এর ব্যাখ্যাসহ প্রশ্ন সমাধান

১. **প্রাচীনকালে 'রংপুর' কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?**
উত্তর : পুণ্ড্র
ব্যাখ্যা : রংপুরের অধিকাংশ এলাকা প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন বা পুন্ড্র জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ছিল বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ।

২. **আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি কোনটি?**
উত্তর : রাজনৈতিক দল
ব্যাখ্যা : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হলো রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরে জনমত গঠন করে।

৩. **'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার বিরোধী দল ছাড়া চলতে পারে না'– উক্তিটি কার?**
উত্তর : এইচ আগার
ব্যাখ্যা : হার্বার্ট আগার বুঝিয়েছেন যে, সুস্থ বিতর্কের পরিবেশ এবং ভিন্নমতের উপস্থিতিই একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকারকে সচল ও শক্তিশালী রাখে।

৪. **আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'বিকল্প সরকার' বলতে কাকে বোঝায়?**
উত্তর : বিরোধী দলকে
ব্যাখ্যা : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থাৎ সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থায়বিকল্প সরকার' বলতে বিরোধী দল (Opposition Party)-কে বোঝায়।

৫. **'রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ, তবে সরকার হলো এর মস্তিষ্কস্বরূপ'– উক্তিটি কার?**
উত্তর : অধ্যাপক গার্নার
ব্যাখ্যা : প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. গার্নার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Political Science and Government'-এ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক বোঝাতে এই জৈবিক তুলনাটি ব্যবহার করেছেন।

৬. **মতাদর্শ ও কর্মপন্থার সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?**
উত্তর : তিনটি
ব্যাখ্যা : মতাদর্শ ও কর্মপন্থার সংখ্যার ভিত্তিতে দলীয় ব্যবস্থাকে প্রধানত একদলীয়, দ্বিদলীয় ও বহুদলীয়—এই তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

৭. **বাংলাদেশে বর্তমানে কোন ধরনের দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে?**
উত্তর : বহুদলীয় ব্যবস্থা
ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে বর্তমানে বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, যেখানে ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীসহ আরও অনেক দল সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ও সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

৮. **বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কত?**
উত্তর : ৬০টি
ব্যাখ্যা : ২০২৬ সালের হালনাগাদ নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা মোট ৬০টি।

৯. **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৭৮
ব্যাখ্যা : ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন।

১০. **'বাংলাদেশ নাগরিক পার্টি' (NCP) কোন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গঠিত হয়েছে?**
উত্তর : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন (জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থান)
ব্যাখ্যা : ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চেতনা থেকে উদ্ভূত একটি নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম।

১১. **যে শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে কী বলে?**
উত্তর : সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
ব্যাখ্যা : সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাদের সকল কাজের জন্য আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

১২. **সংসদীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রকৃত প্রধান কে?**
উত্তর : প্রধানমন্ত্রী
ব্যাখ্যা : সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রকৃত প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই মূলত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

১৩. **বাংলাদেশে কত সালে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধনের বিধান চালু হয়?**
উত্তর : ২০০৮ সালে
ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধনের বিধান চালু হয়। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO), ১৯৭২' সংশোধনের মাধ্যমে এই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়।

১৪. **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে 'লবি গ্রুপ' (Lobby Group) নামে অভিহিত করেছেন কে?**
উত্তর : এস. ই. ফাইনার (S. E. Finer)
ব্যাখ্যা : চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে 'লবি গ্রুপ' (Lobby Group) নামে অভিহিত করেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এস. ই. ফাইনার (S. E. Finer)।

১৫. **গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে?**
উত্তর : ২০০৬ সালে
ব্যাখ্যা : গ্রামীণ ব্যাংক ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। দারিদ্র্য বিমোচন, বিশেষ করে ক্ষুদ্রঋণ (Micro-credit) প্রদানের মাধ্যমে নিম্নবিত্ত মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৬. **'স্বার্থগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য থাকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা'–উক্তিটি কার?**
উত্তর : এ. এইচ. কার (E. H. Carr)
ব্যাখ্যা : উক্তিটি প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ এ. এইচ. কার (E. H. Carr)-এর।

১৭. **মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) কত সালে গঠিত হয়?**
উত্তর : ১৯৫৭ সালে
ব্যাখ্যা : মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ১৯৫৭ সালে গঠিত হয়।

১৮. **রাষ্ট্রের প্রধান চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে কাকে গণ্য করা হয়?**
উত্তর : সুশীল সমাজ (Civil Society)
ব্যাখ্যা : রাষ্ট্রের প্রধান চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে সুশীল সমাজ (Civil Society)-কে গণ্য করা হয়। সুশীল সমাজ সরাসরি ক্ষমতার রাজনীতিতে অংশ না নিলেও নীতি নির্ধারণে সরকারকে প্রভাবিত করে।

১৯. **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ব্যুরো বাংলাদেশ' কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?**
উত্তর : ১৯৯০ সালে
ব্যাখ্যা : বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'ব্যুরো বাংলাদেশ' ১৯৯০ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। টাঙ্গাইল জেলা থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে যাত্রা শুরু করা এই সংস্থাটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এনজিও হিসেবে স্বীকৃত।

২০. **বাংলার প্রাচীন জনপদ 'সমতট' এর রাজধানী কোথায় ছিল?**

উত্তর : বড়কামতা

ব্যাখ্যা : বাংলার প্রাচীন জনপদ 'সমতট'-এর রাজধানী ছিল বড়কামতা। এটি বর্তমান কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার একটি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান।

২১. **বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থার নাম কী?**

উত্তর : ব্র্যাক (BRAC)

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থার নাম ব্র্যাক (BRAC)। স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৭২ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

২২. **'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**

উত্তর : ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

ব্যাখ্যা : 'স্বনির্ভর বাংলাদেশ' ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত কৃষি উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করতে কাজ করে।

২৩. **'সুশীল সমাজ হলো বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি'–উক্তিটি কার?**

উত্তর : অধ্যাপক আর্নেস্ট গ্লেনার (Ernest Gellner)

ব্যাখ্যা : উক্তিটি সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক অধ্যাপক আর্নেস্ট গেলনার (Ernest Gellner)-এর। তিনি তাঁর 'Conditions of Liberty' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সুশীল সমাজ এমন কিছু নাগরিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় যা সরাসরি রাষ্ট্র বা পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

২৪. **এনজিও (NGO) এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : Non-Government Organization (বেসরকারি সংস্থা)

ব্যাখ্যা : এনজিও (NGO) এর পূর্ণরূপ হলো Non-Governmental Organization, যার বাংলা অর্থ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।

২৫. **বাংলাদেশে এনজিওগুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম কী?**

উত্তর : এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে এনজিওগুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম হলো এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (NGO Affairs Bureau)। এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে পরিচালিত

২৬. **গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অ-তফসিলি ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে?**

উত্তর : ১৯৮৩ সালে

ব্যাখ্যা : গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ অ-তফসিলি ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন জোবরা গ্রামে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে এটি শুরু হয়েছিল।

২৭. **১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার নাম কী?**

উত্তর : বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি

ব্যাখ্যা : ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার নাম বেঙ্গল প্যাক্ট (Bengal Pact)। চিত্তরঞ্জন দাশ (সি. আর. দাশ)-এর নেতৃত্বে স্বরাজ দল এবং মুসলিম নেতাদের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

২৮. **ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র কত সালে?**

উত্তর : ১৯৪৭ সালে

ব্যাখ্যা : ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হওয়া 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭'-এর অধীনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং পাকিস্তান (১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭), ভারত (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭) নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৯. **ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ কে?**

উত্তর : প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ব্যাখ্যা : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করার সময় বীরত্বের সাথে নেতৃত্ব দেন।

৩০. **মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?**

উত্তর : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

ব্যাখ্যা : মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে নন্দ বংশের শেষ রাজা ধননন্দকে পরাজিত করে পাটলিপুত্রে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

৩১. **'দ্বিজাতিতত্ত্ব' (Two-Nation Theory)-এর প্রবক্তা কে?**

উত্তর : মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

ব্যাখ্যা : 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' (Two-Nation Theory)-এর প্রবক্তা হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি এই তত্ত্বটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরেন।

৩২. **১৯৫১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকিস্তানের কত শতাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা?**

উত্তর : ৫৬%

ব্যাখ্যা : ১৯৫১ সালের আদমশুমারি ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তৎকালীন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬.৪০% মানুষের ভাষা ছিল বাংলা।

৩৩. **ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে 'তমদ্দুন মজলিস' কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?**

উত্তর : অধ্যাপক আবুল কাশেম

ব্যাখ্যা : ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে 'তমদ্দুন মজলিস' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে গঠিত হয়।

৩৪. **গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে (১৯৪৮) উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে ব্যবহারের দাবি কে জানিয়েছিলেন?**

উত্তর : ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ব্যাখ্যা : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে ব্যবহারের দাবি জানিয়েছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৩৫. **পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন কে?**

উত্তর : প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা

ব্যাখ্যা : পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা। ১৯৫৮ সালে তিনি দেশজুড়ে সামরিক আইন জারি করেন এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩৬. **১৯৫৭ সালের কাগমারি সম্মেলনে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের প্রতিবাদ করেছিলেন কোন নেতা?**

উত্তর : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

ব্যাখ্যা : ১৯৫৭ সালের ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের প্রতিবাদ করেছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

৩৭. **১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?**

উত্তর : নুরুল আমিন

ব্যাখ্যা : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন। তার শাসনামলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে।

৩৮. **কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নকশাকার কে ছিলেন?**

উত্তর : হামিদুর রহমান

ব্যাখ্যা : কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নকশাকার ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর হামিদুর রহমান। ১৯৫৭ সালে যখন শহিদ মিনারের নির্মাণকাজ শুরু হয়, তখন হামিদুর রহমান এর মূল নকশাটি তৈরি করেন।

৩৯. **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির বর্তমান সুরকার কে?**

উত্তর : আলতাফ মাহমুদ

ব্যাখ্যা : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির বর্তমান ও সর্বাধিক প্রচলিত সুরটি করেছেন প্রখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ। গানটি রচনা করেছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। প্রথম সুর করেছিলেন আবদুল লতিফ।

৪০. **শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলায় যে অরাজকতার সৃষ্টি হয় তা পাল তাম্রশাসনে কী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে?**
উত্তর : মাৎস্যন্যায়

ব্যাখ্যা : সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় যে দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা এবং গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল, পাল তাম্রশাসনে তাকে 'মাৎস্যন্যায়' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪১. **১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার কয়টি দফার ওপর ভিত্তি করে ছিল?** **উত্তর :** ২১ দফা

ব্যাখ্যা : ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি ইশতেহার ২১টি দফার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল, যা ইতিহাসে '২১ দফা' নামে পরিচিত।

৪২. **১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে কত নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি দেওয়া হয়? উত্তর :** ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে

ব্যাখ্যা : ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ২১৪ (১) নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর এই সংবিধানের মাধ্যমে বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের সমান মর্যাদা সম্পন্ন 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪৩. **শরীফ শিক্ষা কমিশন কত সালে গঠিত হয়? উত্তর :** ১৯৫৮ সালে

ব্যাখ্যা : শরীফ শিক্ষা কমিশন ১৯৫৮ সালে গঠিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এই কমিশন গঠন করেন।

৪৪. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (১৯ মার্চ ১৯৭১) প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গাজীপুরের কোথায় শুরু হয়?** **উত্তর :** জয়দেবপুরে

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গাজীপুরের জয়দেবপুরে শুরু হয়। এটি ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষের প্রথম সরাসরি সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ।

৪৫. **'জেড ফোর্স' বিগ্রেডের অধিনায়ক কে ছিলেন?**
উত্তর : মেজর জিয়াউর রহমান

ব্যাখ্যা : মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত 'জেড ফোর্স' (Z Force) ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই এই প্রথম নিয়মিত সামরিক ব্রিগেডটি গঠিত হয়। এই ব্রিগেডের নাম তার নামের প্রথম অক্ষর 'Z' অনুসারে রাখা হয়েছিল।

৪৬. **নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত সেক্টর কোনটি ছিল?**
উত্তর : ১০ নম্বর সেক্টর

ব্যাখ্যা : মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-কমান্ডোদের নিয়ে গঠিত সেক্টরটি ছিল ১০ নম্বর সেক্টর। এই সেক্টরটি ছিল ব্যতিক্রমী, কারণ এর কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা ছিল না। নৌ-কমান্ডোরা যখন যে অঞ্চলে অভিযানে যেতেন, তখন সেই অঞ্চলের সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন।

৪৭. **মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?**
উত্তর : ১১টি সেক্টরে

ব্যাখ্যা : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনে (যা 'তেলিয়াপাড়া সম্মেলন' নামেও পরিচিত) এই বিভাজন চূড়ান্ত করা হয়।

৪৮. **বরেন্দ্র অঞ্চলের 'কৈবর্ত বিদ্রোহ'র নেতা কে ছিলেন?**
উত্তর : দিব্যোক বা দিব্য

ব্যাখ্যা : বরেন্দ্র অঞ্চলের ঐতিহাসিক 'কৈবর্ত বিদ্রোহ'-এর প্রধান নেতা ছিলেন দিব্য (বা দিব্যক)। একাদশ শতাব্দীতে পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।

৪৯. **১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক শহিদ হন?** **উত্তর :** ড. শামসুজ্জোহা

ব্যাখ্যা : ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা শহিদ হন।

৫০. **স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**
উত্তর : তাজউদ্দীন আহমদ।

ব্যাখ্যা : স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এই সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে।

৫১. **১৯৬৯ সালের কত তারিখে আইয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন?**
উত্তর : ২২ ফেব্রুয়ারি

ব্যাখ্যা : ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে সকল রাজবন্দিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

৫২. **ঢাকা ও কুমিল্লা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?**
উত্তর : ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে।

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঢাকা ও কুমিল্লা ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল।

৫৩. **১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কে?**
উত্তর : আ স ম আবদুর রব।

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ডাকসুর ভিপি (সহ-সভাপতি) আ স ম আবদুর রব।

৫৪. **১৯৭১ সালে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' কত তারিখে পাঠ করা হয়?**
উত্তর : ৩ মার্চ

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় এই ইশতেহার পাঠ করেন শাজাহান সিরাজ।

৫৫. **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কে রচনা করেন?**
উত্তর : ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) রচনা করেন ব্যারিস্টার আমির-উল ইসলাম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তিনি এটি ড্রাফট বা খসড়া তৈরি করেছিলেন।

৫৬. **২৫ মার্চ কালরাত্রির নির্মম গণহত্যার নাম কী দেওয়া হয়েছিল?**
উত্তর : অপারেশন সার্চলাইট

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর যে বর্বরোচিত ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তার সাংকেতিক নাম বা কোডনেম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'।

৫৭. **১৯৭১-এর গণহত্যার প্রতিবাদে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড কর্তৃক পাঠানো প্রতিবাদী বার্তার নাম কী ছিল?**
উত্তর : 'ব্লাড টেলিগ্রাম' (Blood Telegram)

ব্যাখ্যা : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড যে বিখ্যাত প্রতিবাদী বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন, সেটির নাম ছিল 'ব্লাড টেলিগ্রাম' (The Blood Telegram)।

৫৮. **২৬ শে মার্চ প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণ কে দেন?**
উত্তর : মেজর জিয়াউর রহমান

ব্যাখ্যা : মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণ দেন।

৫৯. **বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন জনগোষ্ঠী থেকে গড়ে উঠেছে?**
উত্তর : অস্ট্রিক গোষ্ঠী।

ব্যাখ্যা : নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি একটি সংকর জাতি। বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে অস্ট্রিক (Austric) বা নিগ্রিটো জনগোষ্ঠী থেকে।

৬০. **আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?** **উত্তর :** বেদ

ব্যাখ্যা : আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম হলো বেদ। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি। 'বেদ' শব্দটি সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো 'জ্ঞান'।

৬১ **প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ কোনটি ছিল? উত্তর :** পুত্র

ব্যাখ্যা : প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জনপদ ছিল পুন্ড্র (Pundra)। এই জনপদটি উত্তরবঙ্গের বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর, যা বর্তমানে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় নামে পরিচিত।

৬২. **বর্তমান বরিশাল অঞ্চল প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?**
উত্তর : চন্দ্রদ্বীপ

ব্যাখ্যা : বর্তমান বরিশাল অঞ্চল প্রাচীনকালে মূলত চন্দ্রদ্বীপ জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি ছিল মূলত বর্তমান বরিশাল জেলার আদি নাম এবং একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এর কেন্দ্র ছিল বর্তমান বাকেরগঞ্জ এলাকায়।

৬৩. **গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী ছিল? উত্তর :** কর্ণসুবর্ণ

ব্যাখ্যা : গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। এটি বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে 'রাঙামাটি' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

৬৪. **কার আমলকে বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়?**
উত্তর : আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

ব্যাখ্যা : সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলকে বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। তিনি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'হোসেন শাহী বংশ' নামে পরিচিত।

৬৫. **পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? উত্তর :** ধর্মপাল

ব্যাখ্যা : পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ছিলেন এবং আনুমানিক ৭৭৫ থেকে ৮১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল বাংলা ও বিহার শাসন করেন।

৬৬. **গৌড়ের সুবিখ্যাত 'বড় সোনা মসজিদ' কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর : নুসরত শাহ

ব্যাখ্যা : গৌড়ের সুবিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ (যা বারোদুয়ারি মসজিদ নামেও পরিচিত) নির্মাণ করেন সুলতান নাসরাত শাহ। তিনি ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র এবং তাঁর উত্তরসূরি।

৬৭. **বাংলায় 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেন কে? উত্তর :** বল্লাল সেন

ব্যাখ্যা : বাংলায় 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেন সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন। তিনি মূলত হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথাকে কঠোর করার লক্ষ্যে এবং ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা বা আভিজাত্য (কুলীনতা) নির্ধারণের জন্য এই প্রথা চালু করেছিলেন।

৬৮. **কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান ঘটে?**
উত্তর : ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে

ব্যাখ্যা : ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানী যুগের অবসান ঘটে। বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই দীর্ঘ ২০০ বছরেরও বেশি সময়ের স্বাধীন শাসনের ইতি ঘটে।

৬৯. **বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?**
উত্তর : ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

ব্যাখ্যা : বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ। তিনি ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁওয়ে দিল্লির সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনতা অর্জন করেন।

৭০. **সমগ্র বাংলাকে 'বাঙালাহ' নামে ঐক্যবদ্ধ করেন কে?**
উত্তর : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

ব্যাখ্যা : সমগ্র বাংলাকে একত্রে 'বাঙালাহ' (বা সুবাহ-ই-বাঙালাহ) নামে ঐক্যবদ্ধ করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। তিনি ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও—এই তিন অংশকে একত্রিত করে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করেন।

৭১. **গ্রান্ড ট্রাংক রোড বা 'সড়ক-ই-আজম' কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর : শের শাহ শূর

ব্যাখ্যা : গ্রান্ড ট্রাংক রোড (Grand Trunk Road), যা তৎকালীন সময়ে 'সড়ক-ই-আজম' নামে পরিচিত ছিল, সেটি নির্মাণ করেন শেরশাহ সূরি।

৭২. **সম্রাট হুমায়ুন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর কী নামকরণ করেছিলেন? উত্তর :** জান্নাতবাদ

ব্যাখ্যা : সম্রাট হুমায়ুন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এর নামকরণ করেছিলেন 'জান্নাতাবাদ'। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহকে অনুসরণ করে বাংলা জয়ের পর তিনি গৌড়ে (তৎকালীন বাংলার রাজধানী) অবস্থান করেন। সেখানকার মনোরম পরিবেশ, ফলমূল এবং প্রাকৃতিক রূপ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে এই নামটি দিয়েছিলেন।

৭৩. **বাংলার বারোভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?**
উত্তর : ঈসা খান

ব্যাখ্যা : বাংলার বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খাঁ। তিনি ছিলেন বাংলার বীর জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী।

৭৪. **পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে সংগঠিত হয়েছিল?**
উত্তর : ১৫২৬ সালে

ব্যাখ্যা : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ১৫২৬ সালের ২১শে এপ্রিল সংগঠিত হয়েছিল। এই যুদ্ধটি দিল্লির কাছে পানিপথ নামক স্থানে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর এবং দিল্লির লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর মধ্যে হয়েছিল।

৭৫. **কোন মোগল সম্রাট বাংলা সনের প্রবর্তন করেন?**
উত্তর : সম্রাট আকবর

ব্যাখ্যা : মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই নতুন বর্ষপঞ্জি প্রবর্তন করেন, তবে এটি কার্যকর করা হয়েছিল তাঁর সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

৭৬. **মোগল আমলে কার সুবেদারিতে ঢাকাকে প্রথম রাজধানীর মর্যাদা (১৬১০ খ্রি.) দেওয়া হয়?**
উত্তর : ইসলাম খান

ব্যাখ্যা : মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতী-র সুবাদারিতে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাকে প্রথম বাংলার রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেছিলেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।

৭৭. **'জিন্দাপির' নামে পরিচিত ছিলেন কোন মোগল সম্রাট?**
উত্তর : সম্রাট আওরঙ্গজেব

ব্যাখ্যা : মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ইতিহাসে 'জিন্দাপির' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন, কঠোর ধর্মপরায়ণতা এবং রাজকোষ থেকে নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য টাকা না নেওয়ার অভ্যাসের কারণে তাঁকে এই নামে ডাকা হতো।

৭৮. **সতীদাহ প্রথা রহিত করেন কোন ব্রিটিশ শাসক?**
উত্তর : লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক

ব্যাখ্যা : সতীদাহ প্রথা রহিত করেন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বিখ্যাত 'সপ্তদশ বিধি' জারির মাধ্যমে তিনি এই অমানবিক প্রথাকে বেআইনি ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেন।

৭৯. **পলাশীর যুদ্ধ কত তারিখে সংগঠিত হয়েছিল? উত্তর :** ১৭৫৭ সালে

ব্যাখ্যা : পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন সংগঠিত হয়েছিল। নদীয়ার পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের বাহিনীর মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৮০. **বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের সময় ভারতের বড়লাট কে ছিলেন?**
উত্তর : লর্ড কার্জন

ব্যাখ্যা : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরের সময় ভারতের বড়লাট (ভাইসরয়) ছিলেন লর্ড কার্জন। তিনি প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাত দেখিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অখণ্ড বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন।

৮১. **বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী ছিল?**
উত্তর : স্বদেশি আন্দোলন

ব্যাখ্যা : বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের পরিচালিত প্রধান আন্দোলনের নাম ছিল স্বদেশী আন্দোলন ।

৮২. **'নাচোলের রানী' হিসেবে খ্যাত কোন তেভাগা নেত্রী?**
উত্তর : ইলা মিত্র

ব্যাখ্যা : 'নাচোলের রানী' হিসেবে খ্যাত তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী হলেন ইলা মিত্র। তিনি ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৫০ সালের শুরুতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা) নাচোলে কৃষক ও সাঁওতালদের অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

৮৩. **১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাবের কোন শহরে ঘটেছিল?** **উত্তর :** অমৃতসর

ব্যাখ্যা : ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে ঘটেছিল। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল শিখদের ধর্মীয় উৎসব বৈশাখীর দিনে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি উদ্যানে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

৮৪. **ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণী লাইনের নাম কী?**

উত্তর : র‍্যাডক্লিফ লাইন

ব্যাখ্যা : ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণী প্রধান লাইনটির নাম র‍্যাডক্লিফ লাইন (Radcliffe Line)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় ব্রিটিশ আইনজীবী স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফ এই সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন।

৮৫. **১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাব' কে উত্থাপন করেন?**

উত্তর : শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক

ব্যাখ্যা : ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে তিনি এই প্রস্তাবটি পেশ করেন।

৮৬. **১৯৯৯ সালের কত তারিখে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?** **উত্তর :** ১৭ নভেম্বর

ব্যাখ্যা : ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৮৭. **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কোন আসামিকে বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়?**

উত্তর : সার্জেন্ট জহুরুল হক

ব্যাখ্যা : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১৭ নম্বর আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক-কে বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোরে ঢাকা সেনানিবাসে বন্দি থাকাকালীন পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

৮৮. **জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?**

উত্তর : লুই আই কান

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি হলেন বিশ্বখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই আই কান (Louis I. Kahn)। তিনি আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম পথিকৃৎ এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে এই সংসদ ভবনকে বিবেচনা করা হয়।

৮৯. **'একনেক' (ECNEC)-এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি কে?**

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী

ব্যাখ্যা : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি বা একনেক (ECNEC)-এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি হলেন পদাধিকারবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অনুপস্থিতিতে কমিটির বিকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অর্থমন্ত্রী।

৯০. **জাতীয় সংসদে 'কোরাম' গঠনের জন্য ন্যূনতম কতজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন?**

উত্তর : ৬০ জন

ব্যাখ্যা : জাতীয় সংসদে 'কোরাম' গঠনের জন্য ন্যূনতম ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো বৈঠকে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ৬০-এর কম হলে এবং সেই বিষয়ে কোনো সদস্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সভাপতি বৈঠক স্থগিত করবেন অথবা কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠকটি মুলতবি রাখবেন।

৯১. **জাতীয় সংসদে নারী সংরক্ষিত আসন কয়টি?**

উত্তর : ৫০টি

ব্যাখ্যা : বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ৫০টি। জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি। এর মধ্যে ৩০০টি আসনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হন এবং বাকি ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

৯২. **সংসদে কোনো বিষয়ে ভোট সমান সমান হলে স্পিকার যে নির্ণায়ক ভোট দেন তাকে বলা হয়?**

উত্তর : 'কাস্টিং ভোট' (Casting Vote)

ব্যাখ্যা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫(১)(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, স্পিকার সাধারণত প্রথম অবস্থায় ভোট দেন না। তবে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি ভোট দিতে পারেন, যা 'কাস্টিং ভোট' হিসেবে পরিচিত।

৯৩. **সংসদ সদস্য নন এমন ব্যক্তি মন্ত্রীসভার মোট মন্ত্রীর সর্বোচ্চ কত শতাংশ 'টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী' হতে পারেন?**

উত্তর : ১০%

ব্যাখ্যা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যার নয়-দশমাংশ (৯০%) সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেবেন এবং বাকি এক-দশমাংশ (১০%) সদস্য এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিয়োগ দিতে পারেন যারা সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য কিন্তু বর্তমানে সংসদ সদস্য নন।

৯৪. **বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত হতে হয়?**

উত্তর : ৩৫ বছর

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স ৩৫ বছর হতে হয়।

৯৫. **রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন কে?**

উত্তর : জাতীয় সংসদের স্পিকার

ব্যাখ্যা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৯৬. **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য যৌথভাবে কার কাছে দায়ী থাকেন?**

উত্তর : জাতীয় সংসদের নিকট

ব্যাখ্যা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা যৌথভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। এর অর্থ হলো, সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

৯৭. **নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয় কত সালে?**

উত্তর : ২০০৭ সালে।

ব্যাখ্যা : নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হয় ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ কার্যকর করা হয়।

৯৮. **সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ কত বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারেন?**

উত্তর : ৬৭ বছর

ব্যাখ্যা : সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণ ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, এই বয়সসীমা নির্ধারিত হয়েছে।

৯৯. **বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?**

উত্তর : আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম।

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। তিনি ১৯৭২ সালের ১৪ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন।

১০০. **বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা বা রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান আইনজীবীকে কী বলে?**

উত্তর : 'অ্যাটর্নি জেনারেল' (Attorney General)

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা বা রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান আইনজীবীকে অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney General) বলা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দান করেন।